প্রথম আলো

তারিখ ... 28 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২৪ ... কলাম ... ৫ ...

নিয়ম ভেঙে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন হচ্ছে!

মোশতাক আহমেদ ●

এক্সিম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিচ্ছে সরকার। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সরেজমিন প্রতিবেদন নেওয়াসহ প্রয়োজনীয় নিয়ম মানা হয়নি। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়টির অনুমোদন চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারসংক্ষেপ পাঠানো হয়েছে।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে চাঁপাইনবাবগঞ্জে। এর মালিক এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ আওয়ামী ঘরানার কয়েকজন ব্যবসায়ী।

অভিযোগ উঠেছে, রাজনৈতিক বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়টি অনুমোদন দিতে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। অথচ ইউজিসির সরেজমিন প্রতিবেদনসহ সব শর্ত পূরণ করে ঢাকার বাইরে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের জন্য অপেক্ষায় আছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ২

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন হচ্ছে!

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রস্তাবিত নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য গত সোমবার শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে দেখা করলে তিনি মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সূত্রগুলো সারসংক্ষেপ পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যানের চলতি দায়িত্বে থাকা সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) আতফুল হাই শিবলী *প্রথম আলোকে* বলেন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত আছে। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে শর্তাধীনে অনুমোদন দেওয়া হবে। তাদের শর্ত পূরণ করতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, এক্সিম ব্যাংকের মালিকেরা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন চেয়ে আসছিলেন। সরকার এত দিন দেয়নি। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা সরকারের শীর্ষ মহলে যোগাযোগ করেন। সম্প্রতি ওই মহলের আশ্বাস পেয়ে তাঁরা নাম পরিবর্তন করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আবেদন করেন।

নিয়মানুযায়ী নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য ইউজিসির নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়। এ জন্য ২৫ হাজার বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট নিজস্ব বা ভাড়া ভবন, সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা রাখাসহ বেশ কিছু শর্ত আগেই পূরণ করতে হয়। এরপর ইউজিসি সরেজমিন পরিদর্শন করে এগুলো ঠিক আছে কি না, তা দেখে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠায়। তার ভিত্তিতেই মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য অস্থায়ী অনুমতি দেয়।

সূত্র জানায়, এসব শর্ত পূরণ না হলেও গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়টির অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারসংক্ষেপ পাঠায়। সূত্রমতে, চূড়ান্ত পর্যায়ে নামের সঙ্গে থাকা ব্যাংক শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু এক্সিম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে।

মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সূত্রমতে, পূর্বশর্ত অনুযায়ী প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বা ভবনের বিষয়ে ইউজিসিতে চুক্তিনামা বা দলিল দাখিলের কথা থাকলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তা-ও করেনি। ইউজিসি ২০ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়, আগামী ৩ অক্টোবর ইউজিসির উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর কৃপাপদক প্রদানের অনুষ্ঠান থাকায় তারা অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের আগে সরেজমিন প্রতিবেদন দিতে পারবে না। এরপর মালিকেরা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন, ইউজিসির সরেজমিন প্রতিবেদন পাওয়ার পর অনুমোদন দিতে গেলে বিষয়টি দেরি হয়ে যাবে। তাই সরকারের শীর্ষ মহলের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা আগেই অনুমোদন নেওয়ার জোর চেষ্টা চালান।

মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, তোড়জোড়ের অংশ হিসেবে ২০ সেপ্টেম্বর ইউজিসির কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পর্কে একটি চিঠি আনা হয়। এতে ইউজিসি লিখেছে, শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর আগে ইউজিসি আরোপিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। তবে পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির চাঁপাইনবাবগঞ্জ ক্যাম্পাস পরিদর্শন অত্যাবশ্যক।

এ বিষয়ে নজরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা জানান, তিনি বিদেশে আছেন। তবে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের আরেকজন সদস্য হাবিবুল্লাহ ডন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'কথা হচ্ছে। তবে আমি যত দূর জানি, এখনো অনুমোদন দেওয়া হয়নি। অবশ্যই অনুমোদন দেওয়ার আগে যে নিয়ম আছে, সেটা পূরণ করা হবে।'

এটি অনুমোদন পেলে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৩